মুজিবনগরে বাথরুমে রাখা বালতিভর্তি পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাথরুমে রাখা বালতিভর্তি পানিতে ডুবে ইব্রাহিম ইবনে আরিয়ান নামের দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ এপ্রিল) সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার দারিয়াপুর খান কালিতলা মোড় এলাকায় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে।

শিশু আরিয়ান একই এলাকার শরিয়ত হোসেন দুদুর ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় শিশুটি বাড়ির ভেতরে খেলা করছিল। পরিবারের সদস্যদের অগোচরে সে বাড়ির বাথরুমে ঢুকে পড়ে। সেখানে পানিভর্তি একটি বালতির মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে গেলে শিশুটি আর উঠতে পারেনি। বেশ কিছুক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে তার মা বাথরুমে উঁকি দিয়ে দেখতে পান বাথরুমে থাকা পানি ভর্তি বালতির মধ্যে শিশুটি ডুবে আছে। তাকে নিথর অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

ছোট্ট আরিয়ানকে হারিয়ে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দর্শনায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

দর্শনায় তেলবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আতিকা (৩) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত আতিকা দর্শনা মোবারকপাড়ার আতাহারের মেয়ে এবং সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার মোবারকের নাতনি।

বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে দর্শনা হঠাৎপাড়া রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার মোবারকের স্ত্রী শিশুটি আতিকাকে সঙ্গে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে সিএনজিযোগে দর্শনার দিকে আসছিলেন। হঠাৎপাড়া রেলগেটে নামার সময় রাস্তার অপর পাশে তার নানা মোবারক দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় শিশুটি দৌড়ে রাস্তা পার হতে গেলে যশোর চ-০১-০০০২ নম্বরের একটি তেলবাহী ট্রাক তাকে চাপা দেয়। ট্রাকের চাকা শিশুটির মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর দর্শনা থানা পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করে এবং চালক নিমাই চন্দ্র অধিকারীকে আটক করে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “ঘটনাস্থল থেকে তেলবাহী ট্রাক ও এর চালককে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।”

কালীগঞ্জে আলমসাধু’র ধাক্কায় ৪ বছরের শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার রায়গ্রাম ইউনিয়নের ভাটাডাঙা গ্রামে সড়ক পার হতে গিয়ে বেপরোয়া গতির স্যালোইঞ্জিন চালিত আলমসাধু গাড়ির ধাক্কায় মরিয়ম খাতুন মারিয়া (৪) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

রোববার(২৯ মার্চ) দুপুর আনুমানিক দেড়টার দিকে ভাটাডাঙা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু মরিয়ম ভাটাডাঙা গ্রামের মান্না শেখের একমাত্র কণ্যা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মারিয়া বাড়ি থেকে বের হয়ে গ্রামের রাস্তা পারাপারের সময় হঠাৎ দ্রুতগতিতে আসা একটি অবৈধ ইঞ্জিন চালিত আলমসাধু তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সে গুরুতর আহত

হয়। পরে তার স্বজনেরা তাকে দ্রুত কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় এসময় জররী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে দেখে পরিক্ষা নিরিক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জেল্লাল হোসেন বলেন, সড়কে অবৈধ ও বেপরোয়া যান চলাচল রোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে অভিভাবকরা সন্তানদের প্রতি আরও সচেতন থাকার পাশাপাশি চালকদেরও দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানান তিনি। ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি।

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে তিন বছরের শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে নুসাইবা (৩) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নুসাইবা অনুপনগর গ্রামের কামরুল মিয়ার মেয়ে। গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বাড়ির আশপাশে খেলাধুলা করার সময় হঠাৎ একটি সাপ নুসাইবাকে কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেলের দিকে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নুসাইবার মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্ধ্যার দিকে নিথর মেয়েকে কোলে নিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় বাবার আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। স্বজন ও প্রতিবেশীরাও কান্নায় ভেঙে পড়েন।

শৈলকুপায় পানিতে ডুবে দুই বছরের শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহে পানিতে ডুবে আবরাম নামের দুই বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে জেলার শৈলকুপা পৌর এলাকার ঝাউদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু আবরাম ওই গ্রামের মুরগী ব্যবসায়ী আজাদ মৃধার ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে শিশু আবরাম খেলতে খেলতে বাড়ীর নিচে কুমার নদে কচুড়িপানার ফুল তুলতে গিয়ে সে ডুবে যায়। খোঁজাখুঁজির পর পানির নিচ থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। পরে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো।

গাংনীতে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

পুকুরের পানিতে ডুবে হুসাইন আহমেদ (৩) নামের এক শিশু মারা গেছে। নিহত তালহা হুসাইন গাংনী উপজেলার আমতৈল গ্রামের উজ্জ্বল হোসেনের ছেলে। বাবা মায়ের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় সে মায়ের সাথে নানা বাড়ি এলাঙ্গী গ্রামে থাকতো।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) দুপুরে গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামে তার নানা বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত হুসাইনের মা নুপুর খাতুন জানান, আমি রান্না করছিলাম। এক এসময় হুসাইন খেলতে খেলতে বাড়ির বাইরে চলে যায়। বাড়ির পাশেই

পুকুরে পড়ে মারা যায় সে। আমি তাঁকে খুঁজতে গিয়ে দেখি,পুকুরে ভাসছে। তাঁকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পানিতে ডুবে আশিক (১২) নামে মানসিক প্রতিবন্ধী (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন) এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশে জলাশয়ে ভাসমান অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আশিক উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের বৈরাগীরচর কারিতলা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা জানায়, শিশু আশিক প্রতিদিনের ন্যায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয়। বিভিন্ন স্থানে সন্ধান চালিয়ে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে নিজ বাড়ির পাশে জলাশয়ে তার ভাসমান মরদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা উদ্ধার করে। নিহত শিশু মৃগী রোগেও আক্রান্ত ছিল বলে পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন। অসাবধানতাবসত পানিতে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজনের ধারণা।

মরিচা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম জানান, মানসিক প্রতিবন্ধী ও মৃগী রোগে আক্রান্ত আশিক নামে এক শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। সকালে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করেছে এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন।

আলমডাঙ্গায় গর্তে জমে থাকা পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে ডুবে খাদিজা খাতুন (৬) নামের এক শিশু কন্যার মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলার আসাননগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু আসাননগর গ্রামের লিটন শেখের কন্যা। শিশুটি প্রতিবন্ধী ছিল। সে কথা বলতে পারতো না।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে বৃষ্টির পর আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের বিভিন্ন ডোবা গর্ত পানি জমে যায়। বৃষ্টির পর শিশু কন্যা খাদিজা খাতুন বাড়ির পাশে খেলা করছিল। এদিকে তার স্বজনরা অনেক সময় ধরে খাদিজাকে না দেখতে পেয়ে খোঁজাখুজি করতে থাকেন। পরে গর্তের পানিতে শিশুটির স্যান্ডেল ভাসতে দেখে পানিতে নেমে খাদিজার লাশ উদ্ধার করে। সবার অজান্তে খাদিজা পানিতে পড়ে মৃত্যু বরণ করে। তার মৃত্যুতে স্বজনদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আলমডাঙ্গায় মাটিভর্তি ট্রাক্টরের চাকায় শিশুর মৃত্যু, মামলার প্রস্তুতি

আলমডাঙ্গায় মাটিকাটা ট্রাক্টরের নীচে পড়ে সামিউল (৬) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার কেশবপুর গ্রামের নতুন পাড়ায় পুকুর খনন দেখতে গিয়ে এ দুর্ঘটনার শিকার হয় ওই কিশোর। এদিকে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রির ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় ট্রাক্টর মালিকসহ তিন জনের নামে মামলা হয়েছে।

শিশু সামিউল কেশবপুর গ্রামের আইনাল হকের ছেলে।

শিশু সামিউল ইসলাম ও তাঁর দুই বন্ধু। এরই একপর্যায়ে তাঁরা পুকুর পাড়ের বাঁশ বাগানে খেলা করছিল। এসময় অসাবধানতাবশত বাঁশ গাছ থেকে পিছলে পড়ে সে ট্রাক্টরের নিচে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন ৬ বছরের শিশু সামিউল ইসলাম।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার কেশবপুর গ্রামের মৃত মফল বিশ্বাসের ছেলে শহিদুল ইসলাম ও একই গ্রামের মৃত মওলা বক্সের ছেলে মঞ্জিল কেশবপুর পশ্চিমপাড়ার হাঠাৎপাড়ায় একটি পুকুরে মাটি কেটে বিক্রি করছিল।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মুনছুর আলী মাছের ঘের সংস্কারের নামে অবৈধ ভাবে কাটা এ মাটি নিয়ে মধ্যপাড়ার ঈদগাহ মাঠ ও বসতবাড়ির নিচু জায়গা ভরাট কাজে করছিল। সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে সামিউল ইসলাম তাঁর দুই বন্ধুদের সাথে ওই পুকুর পাড়ের বাঁশ বাগানে খেলা করছিল। পুকুর থেকে মাটি ভর্তি একটি ট্রাক্টর ঈদগাহ মাঠের দিকে যাবার সময় সামিউল অসাবধানতাবশত বাঁশ গাছ থেকে পড়ে ট্রাক্টরের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

ইউপি সদস্য মুনছুর আলীর সাথে মোবাইলে কথা হলে তিনি বলেন, মাছের ঘের পূণঃখননের জন্য ট্রাক্টরের মাটি কেটে ঈদগাহ মাঠে ও বিভিন্ন বসবাড়িতে দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, সকাল সাড়ে দশটার দিকে তাঁরা তিনজন শিশু খেলা করছিল। এসময় মাটি ভর্তি ট্রাক্টর রাস্তা দিয়ে যাবার সময় শিশু সামিউল ইসলাম চাকার নিচে পড়ে নিহত হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। মাটি ভর্তি ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুটি মারা গেছে। তিনি আরো বলেন, পুলিশ নিহত শিশুর সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে।

এদিকে এ ঘটনায় ভূক্তভোগী পরিবার মাটি বিক্রেতা শহিদুল ইসলাম বুড়ো, মঞ্জিল ও একই গ্রামের মৃত দেলবার হোসেনের ছেলে সেলিমকে আসামী করে আলমডাঙ্গা থানায় মামলার প্রস্তুতি নিয়েছেন। দুই মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে তাঁর পিতা-মাতা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মেহেরপুর মাটি বহনকারি ট্রলির চাপায় শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছায় মাটি বহনকারি শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলির চাপায় সোহাগ হোসেন (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহাগ চৌগাছার গোলাম আলীর ছেলে।

নিহত সোহাগ হোসেনের স্বজনরা জানান, সোহাগ একটি সজনে গাছের পাতা পাড়তে রাস্তা পার হচ্ছিল। এসময় পিছন দিক থেকে একটি দ্রুতগামী মাটি বহনকারি ট্রলি তাকে চাপা দেয়। এসময় সোহাগ হোসেনকে মূমুর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল্লাহ আল মারুফ তাকে মৃত ঘোষনা করেন। শিশু সোহাগের মৃত্যুর খবর শুনে সোহাগের পিতা গোলাম হোসেন ও মাতা রেজিয়া খাতুন বার বার মুর্ছা যাচ্ছিলেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, ট্রলি চাপায় এক শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং ট্রলি চালককে আটকের চেষ্টা চলছে। তিনি আরও বলেন, নিহত শিশুর পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।